আমাদের সমাজে

মিডিয়ার কালো ছায়া

আহমাদ আব্দুল মালিক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার যিনি এক অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই, তিনি অমুখাপেক্ষী। সালাম ও দুরুদ বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মূহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ, তাঁর সঙ্গী সাথী এবং বিশ্ব বিভিন্ন প্রান্তে থাকা তাওহীদের প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাওয়া মু'মিনদের উপর।

আসুন একটা গল্প দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক...

অত্যাচারী রাজা সব সময়ই প্রজাদের উপর খরগহস্ত। কিন্তু রাজার অন্যায় অবিচার, অত্যাচার নির্যাতনে ক্রমেই জনগণের মধ্যে আন্দোলন ও বিক্ষোভ দানা বাধতে শুরু করেছে। অত্যাচার, নির্যাতন আর গুম-খুন করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ও সমস্যা সমাধানে চিন্তিত রাজা দায়িত্ব দিলেন তার বিশেষ উপদেষ্টাকে।

দায়িত্ব পাওয়া মাত্র উপদেষ্টা জনগণের মাঝে রাজার যৎসামান্য ভালো কাজকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে বড় বড় করে প্রচার করতে লাগল। সে রাজার সকল কাজকে তিলকে তাল করে সবার কাছে উপস্থাপন করতে লাগল। এই ধোঁকায় বিভ্রান্ত হয়ে একদল রাজার উপর সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। এরপর রয়ে গেল আরও কিছু মানুষ। এই ধাপে সে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করল যে, দেখ! এই রাজা থাকলে তোমাদেরই লাভ। তিনি তো নিজেই দুর্নীতিবাজ আর তিনি থাকলে তোমরাও বে-হিসাব কামাই করার সুযোগ পাবে। উপদেষ্টার এমন কথায় দুর্নীতিবাজরা আমলারাও খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল। রয়ে গেল কিছু অল্প সংখ্যক মানুষ। এখন তাদেরকে উপদেষ্টা জিজ্ঞেস করলঃ তোমরাই বল কি চাও, যা চাইবে তাই পাবে! তখন তারা বলে উঠল, আমাদের একটাই চাওয়া, ন্যায়প্রতিষ্ঠা। তাদের এই কথায় উপদেষ্টা একটুও দমল না বরং মুখ একটা কুটিল হাসি টেনে জবাব দিল দেখ চেষ্টা করে!!

পরদিন সে উপরোক্ত ঐ দুই ধরনের মানুষদেরকে ডেকে প্রথম দলকে বলল, দেখ! অল্প কিছু লোক সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, এদের থামাতে হবে। না হলে রাজা ক্ষুদ্ধ হবেন এবং রাজার সকল উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে যাবে আর তাতে তোমরাই বিপদে পড়বে। তাই সকলের উচিত এদের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ানো। তখন ওই মানুষগুলো নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা চিন্তা করে নিজেদের বাঁচাতে ন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নিল। এরপর ২য় দলকে বলা

হল, দেখ! তোমাদের বেশি কিছু বলার নেই। তোমরা ভালো মতোই বুঝতে পারছ যে, এই রাজা নাই মানে তোমরাও নাই!! এখন তোমাদের কি করতে হবে তোমরাই বল!! তখন তারা বলল, আমরা বুঝেছি , আর কিছু বলার দরকার নেই। আমরা আমাদের জান,মাল, সময় দিয়ে আপনাদের মানে রাজাকে সাহায্য করব

চিন্তিত রাজা উপদেষ্টার কাছে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলল, এখন আর আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এরা এখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকবে; মাঝে মধ্যে আমি শুধু আগুনের সলতেটা আরেকটু উস্কে দিব। আপনি রাজ সিংহাসনের ব্যাপারে এখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এরপর দিন, মাস, বছর যায় বিভ্রান্ত জনগণ আর দুর্নীতিবাজরা লোভের কারনে সেই অল্প সংখ্যাক লোকের ছোট দলটির বিরোধিতা করতে থাকে, আর উপদেষ্টা মাঝে মাঝেই সেই ছোট দলটির বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে দিতে থাকে আর ছোট দলটি? না, তারা হেরেও যায়নি এবং আশাও ছেড়ে দেয়নি। বরং তারা এখনো ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করে যাচ্ছে। তাদের বিশ্বাস আছে এবং তারা জানে, শেষ বিজয় তাদেরই হবে। তারা যেন সেই ভোর যাদের হাত ধরে আঁধার কাটবে।

গল্পটি অস্বাভাবিক লাগতে পারে কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন গল্পটি শুধুই কোন গল্প নয়, বরং আজকে আমাদের সাথে ঠিক এটাই ঘটছে এবং আমরা যে ভূখণ্ডটিতে বসবাস করছি তাতেই এমন অনেক ঘটনা ঘটছে এবং অতীতে ও ঘটে গেছে যার সাথে এই গল্প পুরোপুরি মিলে যায়!!! বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, তাই আসুন কিছু ঘটনা জেনে নেয়া যাক...

ডেটলাইনঃ ৬ এপ্রিল - ৫ই মে, ২০১৩

ঘটনাটি কারো অজানা নয়। আমরা দেখেছি কিভাবে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে ক্ষত-বিক্ষত করতে হয়!! আমরা শিখেছি কিভাবে একটি নিরস্ত্র ও নিরপরাধ গোষ্ঠীর উপর নানা অপবাদ চাপাতে হয়!! সেদিন যখন সরকার কর্তৃক অন্যায় সমর্থনের বিরুদ্ধে সাধারন মুসলমানেরা জেগে উঠল তখনই তাগুত সরকারের আসল চেহারা প্রকাশ পেল যার মুল ভুমিকায় ছিল নাস্তিক নিয়ন্ত্রিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া। একের পর এক প্রোপাগান্ডা চালিয়ে তারা সেদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। ৫ই মে'র অন্ধকার রাতে যখন নিরস্ত্র

মানুষগুলোকে অমানবিকভাবে হত্যা করা হচ্ছিল, তখনও মিডিয়া তার প্রোপাগান্ডা অব্যাহত রেখেছে, এমনকি এও পর্যন্ত বলা হয়েছে যে ওই দিন নাকি কোন মানুষই মারা যায়নি![১]

মানুষগুলো নাকি মড়ার অভিনয় করেছে!! তাগুত প্রধানের এই কথাকে সত্য প্রমাণ করার লক্ষ্যে দেশীয় এবং আন্তঃদেশীয় সকল মিডিয়া তখন এক যোগে কাজ করা শুরু করেছিল। সকল মিডিয়াতে তখন একই সুর বেজেছে। একের পর এক মিথ্যা, ন্যাক্কারজনক অপবাদ চাপিয়ে তারা নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে চেয়েছে। তবে সত্য এমন একটি বিষয় যাকে একেবারে ঢাকা দেয়া সম্ভব নয়। কিছু কিছু প্রচার মাধ্যম সত্য প্রকাশ করেছে ঠিকই এবং তাদেরই কিছু রিপোর্টে এই সত্য উঠে এসেছে কিছু বেসরকারী টেলিভিশন মাধ্যমসহ সরকারী জরিপেও।[২]

এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকার পরেও গল্পের মতোই কিছু মানুষ তাগুতের কথায় বিশ্বাস করেছে আর কিছু মানুষ এর ফায়দা লুটেছে। আর বরাবরের মত অপকর্মকারীরা রয়ে গিয়েছে নাগালের বাইরে। এরকম আরও একটি ঘটনা উল্লেখ্য করা যায় যার ঘটনাস্থল ছিল তথাকথিত মুক্তমনা ও নাস্তিকদের তীর্থস্থান টি.এস.সি তে। ২০১৫ সালের পহেলা বৈশাখের বিকালে কিছু যুবক বেশ কয়েক জন নারীর সাথে এমন সব অশ্লীল আচরন করে যা এখানে আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু হঠাৎ করে সরকার সমর্থিত একটি মিডিয়া প্রচার করা শুরু করল যে, মুখে দাড়ি আছে এবং পাঞ্জাবী পরিহিত কিছু যুবক এই কাজটি করেছে!![৩] চিন্তা করা

যায়! একে তো দাড়ি, তার উপর আবার সুন্নাহ সমর্থিত পোশাক!! কিন্তু পরবর্তীতে যখন প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হল, তখন দেখা গেল কারো মুখেই দাড়ি বা গায়ে পাঞ্জাবী নেই! তাহলে প্রথমে কেন এই অপবাদ? অপবাদ এই কারনেই যে ওরা প্রমান করতে চায়, যারা দাড়ি, টুপী পড়ে তারা ভালো লোক নয়! এরা সমাজে বিশৃঙ্খলা করতে চায়! তাই সকলেরই তাদের থেকে সাবধান থাকা উচিত!!

উপরের গল্পটি মনে পরে? মনে না পরলে আরেকবার দেখে আসুন। এ রকম বহু ঘটনা এখানে উল্লেখ্য করা যাবে। কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয় এবং এটি আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। আমাদের মুল লক্ষ্য ছিল মিডিয়ার নগ্ন মিথ্যাচার ও প্রকৃত স্তবতাকে আপনাদের কাছে প্রকাশ করা। কি দেখছেন? কাদের কথা শুনছেন? কাদের পক্ষ নিচ্ছে? একবার কী ভেবে দেখেছেন?

বাস্তবতা বুঝার জন্যও মানসিক শক্তির দরকার হয় বৈকি! কারা, কিভাবে এতদিন ধরে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে তা ভেবে অবাক হচ্ছেন? একটু অপেক্ষা করুন, আপনার আক্ষেপের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছি! এই রিপোর্টের মাধ্যমে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে আমাদের এতোদিন অন্ধকরে রাখা হয়েছে। তাহলে যারা এই কাজটি করল অর্থাৎ পশ্চিমারা, তাদের কর্মকাণ্ড বা ব্যাবহার ঠিক কিরূপ ছিল ইরাক বা আফগানিস্তানের মুসলমানদের প্রতি? ২০১০ সালে উইকিলিসের ফাস করা তথ্য তার কিছু প্রশ্নের জবাব দিবে ইনশাল্লাহ...

“দ্য ইরাক ওয়ার লগ’স”

“দ্যা ইরাক ওয়্যার লগ’স” এর রিপোর্ট অনুসারে, ইরাক যুদ্ধে মোট নিহতের ৬০ শতাংশই বেসামরিক নিরপরাধ মানুষ বলে উল্লেখ করে রিপোর্টে দেখানো হয়েছে ৬ বছরের যুদ্ধে প্রতিদিন গড়ে ৩১ জন করে বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে ইরাক যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১লাখ ৯ হাজার। এদের মধ্যে ৬৬ হাজার ৮১ জনই বেসামরিক নাগরিক। বাকিদের মধ্যে ২৩ হাজার ৯৮৪ জন শত্রুপক্ষের চিহ্নিত সেনা, ১৫ হাজার ১৯৬ জন ইরাকি সেনা, ৩ হাজার ৭৭১ জন মিত্রবাহিনীর সেনাসদস্য। অথচ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক কর্তৃপক্ষ পেন্টাগন জানায়, ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে ৭৭ হাজার ইরাকি নিহত হয়েছেন। এর আগে ইরাক বডি কাউন্ট নামের একটি এ্যাডভোকেসি গ্রুপের হিসেবে ইরাক যুদ্ধে বেসামরিক নাগরিক নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ হাজার।

আমেরিকা সমর্থিত ইরাকী সৈন্যদের সম্পর্কে এই সব দলিলে বলা হয়েছে যে, কথা আদায় করার জন্য তারা বন্দিদের দেহের ওপর বৈদ্যুতিক ড্রিলমেশিন পর্যন্ত ব্যবহার করেছিল। জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে শরীরের বিভিন্নস্থানে পুড়িয়ে দেয়া, কয়েদিদের পিটিয়ে হত্যাকরাসহ বিভিন্ন ধরনের অমানবিক নির্যাতন করা হয়, যার সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। একটি দলিলে দেখা যায়, হাত বাঁধা বন্দিকে মাটিতে ফেলে গুলি করছে ইরাকি সেনারা। ইরাকি কারাগারগুলোতে আটক নারী-বন্দিদের ওপর যৌন নির্যাতনের বিষয়টিও সাধারণ ঘটনা হিসেবে উঠে এসেছে নথিগুলোতে। আরেকটি ঘটনায়, এক বন্দির আঙুল কেটে তাকে এ্যাসিড দিয়ে পোড়ানোর কথা বলা হয়। একজন বন্দি বলেছেন, তার হাতের ওপর এ্যাসিড ঢেলে দেয়া হয় এবং তার হাতের আঙুল কেটে ফেলা হয়।

১৭ মে, ২০০৭ –এ আদনান আওয়াল আল-জুমাইলি নামের এক যুবককে বোমা হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেপ্তার করেছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সেনা ক্যাম্পে নেয়া হয়। চার দিন পর এক মার্কিন সেনা কর্মকর্তা জেল পরিদর্শনের পর আদনানকে দেখে রিপোর্ট করেন, আদনানের ওপর কোন শারীরিক আঘাতের চিহ্ন নেই। কিন্তু আরো চারদিন পর অপর এক মার্কিন কর্মকর্তা জেল পরিদর্শনের পর রিপোর্ট করেন, তার মেরাদণ্ড ও হাত ভেঙে দেয়া হয়েছে। পরে বিনা চিকিৎসায় আদনানের মৃত্যু হয়। মৃত দেহের পোস্টমর্টেম করা হলে জানা যায়, প্রচণ্ড নির্যাতনে আদনানের মেরুদণ্ড, হাত, পা ও শরীরের বেশ কিছু হাড় ভেঙে দেয়া হয়েছে। তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটেছিল। মৃত দেহটি ও তার পরিবারের কাছে দেয়া হয়নি। বন্দি নির্যাতনের এই ঘটনাটি একটি উদাহরণ মাত্র। এমন হাজার হাজার ঘটনার বর্ণনা রয়েছে দলিলপত্রে।

২০০৫'র ফেব্রুয়ারিতে মানসিকভাবে অসুস্থ এক ব্যক্তিকে মার্কিন সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। লোকটি মার্কিন টহল যানের পাশ দিয়ে খাবারের একটি ব্যাগ হাতে দৌড়ে চলে যাচ্ছিল। সৈন্যরা তাকে হামলাকারী সন্দেহ করে থামতে বলে, কিন্তু লোকটি না থামলে গুলি করে সৈন্যরা। এমন অসংখ্য মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিকে হত্যার বিবরণ উল্লেখ আছে নথি-পত্রগুলোতে। বন্দি নির্যাতনে পিছিয়ে নেই মার্কিন বাহিনীও। কুখ্যাত আবু গারিব কারাগারে বন্দি নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে। এখানে বন্দিদের নগ্ন করে রাখা, প্রহার করা, ইলেক্ট্রিক শক দেয়া, কুকুর দিয়ে ভয় দেখানো প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে নথি-পত্রগুলোতে।

২০০৭ সালের জুলাইয়ে হেলিকপ্টার থেকে তোলা একটি ফুটেজে দেখা যায় ইউএস মিলিটারি দুজন সাংবাদিকসহ ১২ জন ইরাকিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আহতদের সাহায্য করতে একটি ভ্যান এলে আবারো আক্রমণ করা হয় এবং এতে সেই ভ্যানে থাকা দুজন শিশু গুরুতর আহত হয়। এমন অনেক অনেক অপকর্মের বিবরণ আছে গোপন দলিল পত্রগুলোতে। (সংক্ষেপিত)[৪]

সর্বশেষ আবেদনঃ

২০০১ এর সেপ্টেম্বরে শাইখ ওসামা (রহিমাহুল্লাহ) পশ্চিমা সম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এক নতুন যুদ্ধের সূচনা করেন যা সফল হয়েছিল বিমানকে অস্ত্র এবং পশ্চিমা মিডিয়াকে তাদেরই অন্তরে ভয় ও আতংক ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে। এটা আধুনিক যুদ্ধেকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল যা শুধু আল কায়দাকেই উপকৃত করেনি বরং পুরো উম্মাহকে উপকৃত করেছিল। এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না বরং এই যুদ্ধ হচ্ছে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আর নোংরা, জাহান্নামী শক্তির মুল হাতিয়ার ছিল কিছু বিক্রি হয়ে যাওয়া মিডিয়া!

জাতিসঙ্ঘে আমেরিকার সাবেক অ্যাম্ব্যাসাডর জীন কার্ক প্যাট্রিক কোন প্রকার অতিরঞ্জন ছাড়াই বলেন-"মিডিয়া হচ্ছে আমেরিকার ফরেন পলিসির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান"। একইভাবে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ডীন এবং ইতিহাস বিশেষজ্ঞ অ্যালান ব্রিংকলীর মতে- "আমেরিকান মিডিয়াকে প্রশাসনের করায়ত্ত্ব করা কোন পরিস্থিতিগত ঘটনা নয় বরং এটি একটি কাঠামোগত ঘটনা এবং মিডিয়া কখনোই গণজাগরণ তৈরিতে সফল হবে না"

লস এঞ্জেলস টাইমসের ইয়ান মাস্টার্স বলেন-

> *তথ্য হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য অক্সিজেন স্বরুপ এবং আমেরিকার বাতাসকে ইতিমধ্যেই বিষাক্ত করে ফেলা হয়েছে। আমেরিকান প্রশাসন সুর নির্ধারণ করে দেয় আর সকল স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া তাতে নাচতে থাকে।*
>
> -ইয়ান মাস্টার্স, লস এঞ্জেলস টাইমস।

২০০৫ এ রবার্ট ফ্রিস্ক গ্লোবাল প্রস সম্পর্কে বলেন,
এটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিকতা অথবা হোটেল সাংবাদিকতা এবং এটা নির্ভর করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, পেন্টাগন, হোয়াইট হাউজ, ডাউনিং স্ট্রীট, লন্ডনের ডিফেন্স মন্ত্রনালয়ের উপর এবং এটা এভাবেই চলছে। এর ফলে কোন এক সময় এমন একটা বিস্ফোরণ ঘটবে যার ব্যাখ্যা করতে ক্ষমতায় থাকা এই সব ব্যক্তিরাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি জানিনা এমনটা কখন ঘটবে; তবে হ্যা, এটা অবশ্যই ঘটবে।

শেষে শুধু একটি কথা বলেই বিদায় নিব, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের হাতে মিডিয়া থাকতে পারে, সকল বড় বড় শক্তি থাকতে পারে, একটা পৃথিবী থাকতে পারে কিন্তু জেনে রেখ মুমিনদের এই সকল কিছু মুকাবেলা করার জন্যে স্রেফ একটা জিনিসই যথেষ্ট, সেটি হল ঈমান!! আর আমরা ঈমান এনেছি এক আল্লাহর উপর, তার প্রেরিত রাসূলের উপর এবং ঐ কিতাবের উপর যাতে তিনি মুমিনদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করার ওয়াদা করেছেন। তাই শেষ বিজয় হবে... আমাদেরই! এই উম্মাহরই! এই কালো পতাকাবাহী জামাতেরই! এরাই তারা যাদের হাত ধরে পৃথিবী এক নতুন ও নিষ্পাপ মুখ দেখবে। আল্লাহ তা'আলা যদি সেই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন, তবে মিলিয়ে নিবেন।

তথ্যসূত্রঃ

---

১. Wikipedia: 2013 Operation at Motijheel Shapla Chattar)

২. 36 killed in Dhaka as Islamic militants clash with police: The Telegraph;

৩.১ You Tube: Tsc 1st Boshakhi New Cctv Footage With Clear Evidence;

৩.২ Noboborshe Dhaka Bissobiddaloy Nari Lancito: Prothom Alo:15/04/2015)

৪. Wiki: Iraq War documents leak